ফারুকে আযম

صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

এর ইশকে রাসূল

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

ফারুকে আযম رضي الله عنه এর ইশকে রাসূল

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** "যে ব্যক্তি এই দরূদ শরীফ পাঠ করে اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ তার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজিব হয়ে যাবে।"

(আত-তারগীব ওযাত-তারহীব, ২য় খন্ড, ৩২৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩১)

গর লবে পাক ছে ইকরার শাফায়াত হো জায়ে,
ইউ না বেচাইন রাখে হে জু শিশে ইছয়া হাম কো।

পংক্তির ব্যাখ্যা: হে আমার প্রিয় আক্বা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! যদি আপনার পবিত্র ঠোঁটদ্বয় দ্বারা এ কথার স্বীকাররোক্তি পাওয়া যায় যে, হ্যাঁ! আপনি আমার সুপারিশ করবেন, তবে আমার গুনাহের আধিক্য আমাকে অস্থির করতে পারবে না।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শুনার নিয়্যত সমূহ

✻ দৃষ্টিকে নত রেখে খুব মনোযোগ সহকারে বয়ান শুনব। ✻ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে ইলমে দ্বীনের সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'জানু হয়ে বসব। ✻ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রশস্ত করে দিব। ✻ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্য ধারণ করব, অমনোযোগী হওয়া, ধমক দেয়া এবং বিশৃংখলা থেকে বেঁচে থাকব।

www.dawateislami.net

✻ صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!, اَذْكُرُ الله, تُوْبُوْا اِلَى الله ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে জবাব দিব। ✻ বয়ানের পর নিজে আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান করার নিয়্যত সমূহ

✻ হামদ ও সালাত এবং মাদানী পরিবেশে পড়ানো হয় এমন দরূদ ও সালাম পড়াব। ✻ দরূদ শরীফের ফযীলত বলে صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! বলব, তখন নিজেও দরূদ শরীফ পাঠ করব এবং অন্যান্যদেরকেও পড়াব। ✻ সুন্নী আলিমের কিতাব থেকে পাঠ করে বয়ান করব। ✻ ১৪ পৃারার সূরা নাহল ১২৫ নং আয়াত: اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আপন প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান করো পরিপক্ক কলাকৌশল ও সদুপদেশ দ্বারা) এবং বুখারী শরীফের (৪৩৬১নং হাদীসে) বর্ণিত এই **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ اٰيَةً "অর্থাৎ- আমার পক্ষ থেকে পৌছিয়ে দাও যদিও একটি মাত্র আয়াত হয়।" এতে প্রদত্ত আহকামের অনুসরণ করব। ✻ সৎকাজের নির্দেশ দিব এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করব। ✻ কবিতা পাঠ করতে এমনকি আরবী, ইংরেজী এবং কঠিন শব্দাবলী বলার সময় অন্তরের ইখলাছের প্রতি খেয়াল রাখব অর্থাৎ- নিজের জ্ঞানের ভাব প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হলে তবে বলা থেকে বেঁচে থাকব। ✻ মাদানী কাফেলা, মাদানী ইন্‌আমাত, এমনকি এলাকায়ী দাওরা বারায়ে নেকীর দাওয়াত ইত্যাদির উৎসাহ প্রদান করব। ✻ অট্টহাসি দেয়া এবং অট্টহাসি হাসানো থেকে বেঁচে থাকব। ✻ দৃষ্টিকে হিফাজত করার জন্য যতটুকু সম্ভব দৃষ্টিকে নত রাখব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রাসূলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম, নূরে মুজাস্‌সম صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সকল সাহাবীয়ে কেরামগণ عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان আপন আপন স্থানে অতুলনীয়, সকলেই হিদায়াতের আকাশের উজ্জল নক্ষত্র এবং **আল্লাহ্ তাআলা** ও তাঁর হাবীব صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রিয়ভাজন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে একে অপরের উপর ফযীলত পূর্ণ এবং সকল সাহাবাদের মাঝে অধিক ফযীলত পূর্ণ হলো খোলাফায়ে রাশেদীনগণ عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان। এই খলিফাদের মধ্যে দ্বিতীয় খলিফা হলো আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ। তাঁর ওফাতের দিন হলো ১ম মুহার্‌রামুল হারাম। আসুন! এ প্রসঙ্গে হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর জীবনের এক উজ্জল দিক **"ইশকে রাসূল"** সম্পর্কে শুনার সৌভাগ্য অর্জন করবো।

প্রথমে কিছু ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর মানকাবাতের পংক্তি "ওয়াসায়িলে বখশিশ" থেকে শ্রবন করি:

খোদা কে ফযল ছে মে হোঁ গাদা ফারুকে আযম কা,
খোদা উন কা মুহাম্মদ মুস্তফা ফারুকে আযম কা।
করম আল্লাহ্ কা হার দম নবী কি মুঝ পে রহমত হে,
মুঝে হে দো জাহাঁ মে আ-ছরা ফারুকে আযম কা।
ভটক চাকতা নেহী হার গীয কাভি ওহ সীদে রাস্তে ছে,
করম জিসক বখত ওর পর হো গিয়া ফারুকে আযম কা।
ইলাহী! এক মুদ্দত ছে মেরী আখেঁ পিয়াছি হে,
দিখা দে সবজ গুম্বদ ওয়াসেতে ফারুকে আযম কা।
শাহাদাত এ্যয় খোদা আত্তার কো দে দে মদীনে মে,
করম ফরমা ইলাহী! ওয়াসেতা ফারুকে আযম কা।

ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ **ও হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم **এর মন খুশি করেন**

হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: একবার **রাসূলে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم চিন্তিত অবস্থায় আপন হুজরা মোবারকে বসা ছিলেন। আমি তাঁর খাদেমের কাছে গেলাম এবং বললাম:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নিকট আমার প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করো। তিনি ফিরে এসে বললেন: আমি **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে আপনার কথাতো বলেছি কিন্তু তিনি صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কোন উত্তর দিলেন না। কিছুক্ষণ পর আমি আবার বললাম: **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নিকট আমার উপস্থিতির অনুমতি প্রার্থনা করো। তিনি গেলেন এবং ফিরে এসে বললেন: আমি **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে আপনার কথা বলেছি, কিন্তু তিনি কোন উত্তর দিলেন না। আমি কিছু না বলেই ফিরছিলাম, তখন খাদেম আহ্বান করল: আপনি ভিতরে আসুন! অনুমতি পাওয়া গেছে। সুতরাং আমি ভিতরে প্রবেশ করলাম এবং **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে সালাম আরয করলাম। তিনি একটি চাটাইতে হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। যার চিহ্ন তাঁর বাহুদ্বয়ে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো। অতঃপর আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মনতুষ্টির জন্য আবেদন করলাম: اَسْتَاْنِسُ یَارَسُوْلَ اللّٰہ অর্থাৎ **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমি আপনার সাথে কথা বলে আপনাকে আনন্দিত করতে চাই, আমরা কুরাইশরা যখন মক্কা মুকার্‌রমায় ছিলাম তখন মহিলাদের উপর আমাদের প্রাধান্য ছিলো এবং এখানে মদীনা মুনাওয়ারায় এসে আমাদের এমন গোত্রের সাথে সম্পর্ক হলো যেখানে মহিলাদের প্রাধান্য রয়েছে। এই কথা শুনে **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মুচকি হাসলেন। আমি আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমি হাফসা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এর কাছে গেলাম এবং তাঁকে বললাম: তুমি তোমার সাথীর (অর্থাৎ হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا) সাথে কখনো ঈর্ষা করিও না। কেননা, তিনি তোমার চেয়ে অধিক সুন্দরী এবং **শাহানশাহে মদীনা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পছন্দনীয় বিবি। এ কথা শুনে **তাজেদারে মদীনা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আবারে মুছকি হাসলেন। (বুখারী, কিতাবুন নিকাহ, বাব মাউআযাতুর রিজাল ইবনাতাল হাল জওজুহা, ৩য় খন্ড, ৪৬০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫১৯১)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনা দ্বারা ভাবুন তো! সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর এটাও সহ্য হচ্ছিল না যে, **ছরকারে দো-আলম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কোন কারণে দুঃখিত বা চিন্তায় পতিত হবে।

www.dawateislami.net

এ কারণেই তিনি তাঁর উদ্দেশ্যে সফলও হয়েছিলেন। আর **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর এই কথাতে মুচকি হাসলেন। একটু ভেবে দেখুন! এক দিকে সাহাবায়ে কিরামগণের عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان এই অবস্থা ছিলো যে, তাঁরা **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে বিষন্ন অবস্থায় দেখলে অস্থির হয়ে যেতেন এবং তাঁর মনতুষ্টির জন্য বিভিন্ন চেষ্টা করে যেতেন। অপর দিকে আমার রাত-দিন গুনাহে অতিবাহিত করে **নবী করীম, রাসূলে আমীন** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্তাকে কষ্ট দিচ্ছি। কিন্তু তাতে আমাদের বিন্দুমাত্র অনুভূতিও নেই। মনে রাখবেন! এই কথায় কোন সন্দেহ নেই যে, আজও তিনি صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আপন উম্মতদের সকল অবস্থা দেখছেন। সুতরাং **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "আমার জীবদ্দশা তোমাদের জন্য উত্তম। তোমরা আমার সাথে কথা বলতে পার আর আমি তোমাদের সাথে এবং আমার ওফাতও তোমাদের জন্য উত্তম। তোমাদের আমল আমার কাছে পেশ করা হবে, যখন আমি কোন সাওয়াব দেখবো, তবে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করবো এবং যখন কোন গুনাহ দেখবো, তবে তোমাদের ক্ষমার জন্য দোয়া করবো।"

(আল বাহরুর যাহারিল মা'রুফ বামছনদুল বাজার, হাদীস- ১৯২৫, মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হাকাম, ৫/৩০৮, ৩০৯)

হাকীমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নিজের সকল উম্মতের এবং তাদের সকল আমল সম্পর্কে অবগত। **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দৃষ্টি অন্ধকার, আলো, প্রকাশ্য, গোপনীয়, সঞ্চিত ও ধ্বংস প্রাপ্ত সব কিছুই দেখছেন। যার চোখে مَزَاغ (মাযাগ) এর সূরমা থাকে। **তাঁর** দৃষ্টি আমাদের স্বপ্ন ও ভাবনার চেয়েও বেশি শক্তিশালী। আমরা স্বপ্ন ও ভাবনায় সব কিছু দেখে নিই, **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم দৃষ্টি দিয়ে সব কিছু পর্যবেক্ষণ করে নেন। সুফিরা বলেন: এখানে আমল দ্বারা অন্তরের অবস্থাও অন্তর্ভূক্ত। এজন্যই হুযুর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাদের অন্তরের সকল অবস্থারই খবর রাখেন।

(মিরআত, ১১তম খন্ড, ৪৩৯ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

তুম হো শহীদ ও বছির অউর মে গুনাহ পর দলির
খোল দো চশমে হায়া তুম পে করোরো দুরূদ।

পংক্তিগুলোর ব্যাখ্যাঃ হে আমার প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনাকে **আল্লাহ্ তাআলা** বিশ্ব জগতের সকল বিন্দু বিন্দুর সাক্ষী বানিয়ে পাঠিয়েছেন এবং জগতের কোন প্রান্ত আপনার কাছে গোপন নেই। আপনি সব কিছু দেখছেন এবং এটাও দেখছেন যে আমি গুনাহে কিভাবে ডুবে আছি। আমার লজ্জার দৃষ্টিকে খুলে দিন যেন গুনাহ করতে গিয়ে লজ্জিত হই। আপনার উপর **আল্লাহ্ তাআলার** কোটি কোটি রহমত বর্ষিত হোক।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানতে পারলাম যে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজ উম্মতদের সকল অবস্থা সম্পর্কে অবগত। আমাদের নেক আমল দেখে অনন্দিত এবং খারাপ আমল দেখে বিষন্নও হন। তাই আমাদের উচিৎ **আল্লাহ্ তাআলা** ও **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য বেশি বেশি নেক আমল করা, তাঁর পবিত্র সত্ত্বার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফের উপহার উৎসর্গ করা। তাঁর সুন্নাতের অনুসরণ করা এবং অন্যদেরও শিখানো, যাতে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খুশি হয়ে কিয়ামত দিবসে নিজ গুনাহগার উম্মতদের শাফায়াত করে জান্নাতে আমাদেরও সাথে নিয়ে যায়।

ইয়া ইলাহী! জব পড়ে মাহশর মে শোরে দারো গীর,
আমন দেনে ওয়ালে পিয়ারে পেশওয়া কা সাথ হো।
ইয়া ইলাহী! জব যবানে বাহার আয়ে পিয়াস ছে,
সাহিবে কাউসার শাহে জুদ ও আতা কা সাথ হো।
ইয়া ইলাহী! সরদ মেহরে পর হো জব খোরশিদে হাশর,
সায়্যিদে বে সায়া কে জ্বিল্লে লিওয়া কা সাথ হো।
ইয়া ইলাহী! গরমীয়ে মাহশার ছে জব বড়কে বদন,
দা-মানে মাহবুব কি ঠান্ডি হাওয়া কা সাথ হো।
ইয়া ইলাহী! না'মায়ে আমাল জব খুলনে লাগি,
আইব পোশে খলক সাত্তারে খাতা কা সাথে হো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর পরিচিতি

দ্বিতীয় খলিফা, উজিরে নবীয়ে আতহার হযরত সায়্যিদুনা ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর কুনিয়ত **"আবু হাফস"** এবং উপাধি **"ফারুকে আযম"**। এক বর্ণনা মতে, তিনি ৩৯ জন পুরুষের পর **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দোয়ার বরকতে নবুওয়াত প্রকাশের ৬ষ্ঠ বর্ষে ঈমান আনেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ইসলাম গ্রহণ করার কারণে মুসলমানেরা অত্যন্ত খুশি হয় এবং তাদের অনেক বড় সাহায্যকারী পাওয়া গেল। এমনকি **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মুসলমানদের সাথে পবিত্র হেরেম শরীফে প্রকাশ্যে নামায আদায় করেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ইসলামী যুদ্ধ সমূহে বীরত্বের সাথে কাফিরদের মোকাবেলা করেন। (সকল ইসলামী অভিযান, সন্ধি ও যুদ্ধ বিগ্রহের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর একজন উপকারী বন্ধু ও বিশ্বস্ত পরামর্শ দাতা ছিলেন।) প্রথম খলিফা, আমিরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তাঁর পরে খলীফা হিসাবে হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে মনোনিত করে যান। খিলাফতের আসনে বসে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ **মুস্তফা জানে রহমত, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতিনিধির যাবতীয় দায়িত্ব সুন্দরভাবে পালন করে যান। একদিন ফজরের নামাযে এক দুর্ভাগা অগ্নি উপাসক আবু লুলু ফিরোজ নামক কাফির ছুরি দ্বারা তাঁর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ উপর প্রচন্ড আঘাত করে এবং তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ আঘাতের যন্ত্রনা সহ্য করতে না পেরে তৃতীয় দিনে শাহাদতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন। শাহাদাতের সময় তাঁর বয়স ৬৩ বৎসর ছিল। হযরত সায়্যিদুনা ছুহাইব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তাঁর জানাযার নামাযের ইমামতি করেন। ফয়যানে নবুওয়াত, খলীফায়ে রিসালাত, হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে পবিত্র রওজা মোবারকের ভিতর ১লা মুহররাম ২৪ হিজরী রবিবার হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর নূরানী কদমের পাশেই সমাহিত করা হয়, আর তিনি **প্রিয় নবী, রাসুলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কদম মোবারকের পাশে আরাম করছেন।

(আর রিয়াদুন নদরা ফি মানাকিবিল আশরা, ১ম খন্ড, ২৮৫, ৪০৮, ৪১৮ পৃষ্ঠা, তারিখুল খোলাফা, ১০৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

আল্লাহ্ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

শাহাদত এ্যয় খোদা আত্তার কো দে দে মদীনে মে,
করম ফরমা ইলাহী! ওয়াসেতা ফারুকে আযম কা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! পিতা-মাতা, ভাই-বোন, সন্তান-সন্ততি এবং ধন-সম্পদ ও জায়গা-জমির প্রতি ভালবাসা মানুষের জন্মগত বৈশিষ্ট্য। যদি কোন মানুষ নিজ পরিবার পরিজন এবং আত্মীয়-স্বজনদের ভুলে তাদের ভালবাসা অন্তর থেকে বের করে দেয় তবে তার ঈমানে কোনরূপ মন্দ প্রভাব পড়বে না এবং তার ঈমান রীতিমত বহাল থাকবে। কেননা, এদের সকলকে মানা, তাদের প্রতি ভালবাসা পোষন করা, ঈমানের জন্য আবশ্যক নয়। অথচ **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি ঈমান আনয়ন করা, তাঁকে সম্মান করা, তাঁর প্রতি ভালবাসা পোষন করা, ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই পরিপূর্ণ মু'মিনের জন্য জরুরী যে, সকল সম্পর্ক ও জগতের সব কিছু থেকে প্রিয় **আমাদের প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ই হওয়া উচিত।

সকল বস্তু থেকে প্রিয়:

বুখারী শরীফের ৬৬৩২ নম্বর হাদীস শরীফে রয়েছে:

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন হিশাম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; আমরা **সায়্যিদুল মুবাল্লিগীন, রহমাতুল্লিল আলামীন, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পাশে বসেছিলাম, **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর হাত নিজের হাতে ধরে আছেন। হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ আবেদন করলেন: "لَاَنْتَ اَحَبُّ اِلَیَّ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ اِلَّا مِنْ نَفْسِی অর্থাৎ **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনি আমার প্রাণ ছাড়া অন্যান্য সকল কিছু থেকে অধিক প্রিয়।" **তিনি** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন:

www.dawateislami.net

“لَا وَالَّذِی نَفْسِی بِیَدِہٖ حَتّٰی اَکُوْنَ اَحَبَّ اِلَیْكَ مِنْ نَفْسِكَ” অর্থাৎ নয় ওমর! ঐ **রব তাআলার** কসম! যার কুদরতের হাতে আমার প্রাণ। (তোমার ভালবাসা ঐ সময় পর্যন্ত সম্পূর্ণ হবে না) যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমার নিকট তোমার প্রাণ থেকেও অধিক প্রিয় হবো না।” সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ আবেদন করলেন: “وَاللّٰہِ لَاَنْتَ اَحَبُّ اِلَیَّ مِنْ نَفْسِی” অর্থাৎ **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! **আল্লাহ্ তাআলার** কসম! আপনি আমার প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয়।” এটা শুনে **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: “اَلْاٰنَ یَا عُمَرُ। অর্থাৎ হে ওমর! এখনিই (তোমার ভালবাসা পূর্ণতা পেল)।”

(বুখারী, কিতাবুল ঈমান ওয়ান নুযুর, বাব কেইফ কানাত ইয়ামিনান নাবি, ৪র্থ খন্ড, ২৮৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৬৬৩২)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হুকুমটি শুধুমাত্র ফারুকে আযম صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর জন্য নয় বরং কিয়ামতের আগে পর্যন্ত সকল মুসলমানের জন্যই। কেননা, **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা এমনি যে, যা ছাড়া আমাদের ঈমান পরিপূর্ণই হবে না। **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “لَا یُؤْمِنُ اَحَدُکُمْ حَتّٰی اَکُوْنَ اَحَبَّ اِلَیْہِ مِنْ وَّالِدِہٖ وَوَلَدِہٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِیْنَ” অর্থাৎ তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত (পরিপূর্ণ) মু’মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তাদের কাছে তাদের মা-বাবা, সন্তান-সন্ততি এবং সকল কিছু থেকে অধিক প্রিয় হবো না।” **(সহীহ বুখারী, কিতাবুল ঈমান, বাব হুব্বির রাসূল মিনাল ঈমান, ১ম খন্ড, ১৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৫)** নিঃসন্দেহে এক জন মুসলমানের **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি এমন ভালবাসা থাকা চাই। কেননা, এটিই তার জীবনের সবচেয়ে দামি মুলধন।

তোমাহারী ইয়াদ কো কেয়ছে না যিন্দেগী সমঁঝো,
এহি তো এক সাহারা হে যিন্দেগী কেলিয়ে।
মেরে তো আপ হি সব কুছ হে রহমতে আলম,
মে জি রাহা হোঁ জামানা মে আপ হি কেলিয়ে।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর **ইশকে রাসূল** সম্পর্কে কি বলবো! যখন তাঁর **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে মনে পড়ে যেত, তখন তিনি অস্তির হয়ে যেতেন এবং **হুযুর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুহাব্বতে কান্নাকাটি করতেন। সুতরাং তাঁর গোলাম হযরত সায়্যিদুনা আসলাম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: যখন **তিনি প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আলোচনা করতেন তখন ইশকে রাসূলে ব্যাকুল হয়ে কান্না জুড়ে দিতেন এবং বলতেন: **প্রিয় আক্বা** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তো সকলের চেয়ে অধিক দয়ালু, এতিমদের অভিবাবক এবং লোকদের মাঝে অন্তরের দিক থেকে অনেক বড় বাহাদুর ছিলেন। তিনি তো অত্যন্ত সুন্দর চেহারা বিশিষ্ট, সুবাস প্রদানকারী এবং বংশগত ভাবে সবচেয়ে অধিক সম্মানিত ছিলেন। পূর্ব পর কেউ তাঁর সমকক্ষ নেই।

(জামেউল জাওয়ামে, ১০তম খন্ড, ১৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৩)

হে কালামে ইলাহী মে শামসু ওয়াদ দ্বোহা, তেরে চেহারায়ে নূর ফাযা কি কসম।
কসমে শবে তার মে রায ইয়ে থা, কেহ হাবীব কি যুলফে দু'তা কি কসম।
তেরে খুলক কো হক নে আযিম কাহা, তেরে খিলক কো হক নে জমিল কিয়া।
কোয়ি তুঝ ছা হুয়া হে না হোগা শাহা, তেরে খালিকে হুসন ও আদা কি কসম।

ফারুকে আযমের মুহাব্বত ও আক্বিদা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের মুনিব ও মাওলা। আমরা সবাই তাঁর নগন্য গোলাম এবং গোলাম চাই তো যতই উচ্চ পদে পোঁছে যাক না কেন কিন্তু নিজের মুনিবের ভালবাসা এবং শ্রদ্ধা ও ভক্তি সর্বদা তার অন্তরে বিরাজ করে। সে তার উপকারগুলো কখনো ভুলতে পারে না। সবার সামনে গর্ব ভরে নিজের মুনিবের প্রশংসা করতে থাকে এবং তার গোলাম হওয়ার আনন্দ উপভোগ করে। হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان ও একজন সত্যিকারের আশিকে রাসূল, নিশ্চিত জান্নাতি এবং সাহাবায়ে কিরামদের عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان মাঝে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবী। তিনিও রাসূলের ভালবাসায় বিভোর হয়ে স্বয়ং **হুযুর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খাদেম ও গোলাম হওয়াতে গৌরব বোধ করেন।

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদুনা সাঈদ বিন মুসায়্যিব عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان থেকে বর্ণিত; আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان যখন খেলাফতের মসনদে সমাসীন হলেন, তখন তিনি মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন: كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنْتُ عَبْدَهُ وَخَادِمَهُ অর্থাৎ আমি **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বরকত ও সাহচর্যে থেকে ফয়য অর্জন করেছি। অতএব আমি **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর গোলাম এবং খাদিম ছিলাম।

(মুসতাদরিক হাকেম, কিতাবুল ইলম, খুতবাতু ওমর বা'দা মা'ওলী...., ১ম খন্ড, ৩৩২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪৪৫)

মে তো কাহা হি চাহোঁ কে বান্দা হোঁ শাহ্ কা,
পর লুতফ জব হে কেহ দে আগর ওয়হ জানাব হোঁ।

পংক্তি দু'টোর ব্যাখ্যা: আমি তো বলছিই যে, আমি **আমর মুনিব** (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) এর বান্দা অর্থাৎ গোলাম। হে **আমার আক্বা** (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) স্বার্থক তো তখনি হবে যখন হুযুর বলবেন: হ্যাঁ! তুমি আমার গোলাম।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর রাসূলের গোলামীর দাবী শুধু মুখেই সীমাবদ্ধ ছিলো না বরং তিনি **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সত্যিকার গোলাম ছিলেন। সারা জীবন তিনি **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের উপর আমল করেই কাটিয়েছেন। অথচ আফসোস! শত কোটি আসসোস! আমরা রাসূলের গোলামীর কথা বলি এবং এরূপ দাবীও করি যে,

জান ভি মে তো দে দোঁ খোদা কি কসম!
কোয়ি মাঙ্গেঁ আগর মুস্তফা কে লিয়ে।

কিন্তু আমাদের আচার-আচরণ এর বিপরীত দেখা যায়। মনে রাখবেন! রাসূলের ভালবাসা শুধুই এর নাম নয় যে, ইজতিমায়ে যিকির ও নাতে এবং জুলুশে মিলাদে উচ্চস্বরে উদ্ধোলিত হয়ে নাত পড়া, হাত উঠিয়ে জোড়া জোড়া শ্লোগান লাগানো এবং সারা রাত জাগার পর ফজরের নামায না পড়েই ঘুমিয়ে পড়া। অন্যান্য দিনেও পাঁচ ওয়াক্ত নামায এমনকি জুমা পর্যন্তও না পড়া।

www.dawateislami.net

প্রিয় আক্বা, উভয় জগতের দাতা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পছন্দনীয় সুন্নাত দাঁড়ী শরীফ মুণ্ডন করা এক মুষ্টি থেকে ছোট করা, সুন্নাতকে ছেড়ে দিয়ে নতুন নতুন ফ্যাশনের অনুসরণ করা। সুন্দর চরিত্র গঠন না করে অসচ্চরিত্র এবং অন্যান্য মন্দ স্বভাব ছাড়তে না পারা। তবে এরূপ ভালবাসার পূর্ণতা কিভাবে হবে? অথচ সত্যিকার ভালবাসার চাহিদা হলো যে, দাবী আদায়ে **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সুউচ্চ মনে করা। তা এভাবে যে, তাঁর দ্বীনে নিজেকে সমর্পন করা, তাঁর আদব ও সম্মান রক্ষা করা, প্রত্যেক লোক আর প্রত্যেক বস্তু অর্থাৎ নিজের প্রাণ, নিজ সন্তান-সন্ততি, মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন এবং নিজ সহায়-সম্পদে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি ও আনন্দকে প্রাধান্য দেয়া। (আশিয়াতুল লুমআত, ১ম খন্ড, কিতাবুল ঈমান, ফসলুল আউয়াল, ৫০ পৃষ্ঠা) আর সে সকল কাজ তিনি নিষেধ করেছেন, তা থেকে বাঁচার চেষ্টাও করতে থাকা, যদিও মানুষত্বের চাহিদায় এই করেও ফেলে, তবে **আল্লাহ্ তাআলা**র রহমতে ক্ষমা প্রাপ্ত হওয়ার এবং কিয়ামতের দিন **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাফায়াত পাওয়ার জন্য সত্য অন্তরে তাওবা করা এবং ভবিষ্যতে এই গুনাহের দিকে যাওয়ার ইচ্ছাও নিজ অন্তরে না আনা। আসুন! এই বিষয়ে সত্য অন্তরে নিয়্যত করি যে, আজকের পর আমাদের কোন নামায কাযা হবে না اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ বরং কাল পর্যন্ত যত নামায কাযা হয়েছে, তাওবা করে তা আদায় করে দেব اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ... মিথ্যা, গীবত, চোগলখুরী, ওয়াদা ভঙ্গ, ধোকাবাজী ইত্যাদি গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবো اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ... পশ্চিমা ফ্যাশন ছেড়ে সুন্নাত অনুযায়ী পোষাক পরিধান করবো اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ... সিনেমা-নাটক, গান-বাজনা ছেড়ে শুধুমাত্র মাদানী চ্যানেল দেখবো اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ।

মে বাঁচনা চাহতা হো হায়ে! ফিরভি বাঁচ নেহি পাতা,
গুনাহোঁ কি পড়ি হে এ্যয়ছি আদত ইয়া রাসূলাল্লাহ্!
কোমর আ'মালে বদ নে হায়ে! মেরী তু-ড় কর রাখ দি,
তাবাহি ছে বাঁচালো জানে রহমত ইয়া রাসূলাল্লাহ্!
মেরী মুহ্ কি ছিয়াহি ছে আন্দেরী রাত শরমায়ে,
মেরা চেহরা হো তাবা নূরে ইজ্জত ইয়া রাসূলাল্লাহ্!
যা ওয়াক্তে নায'আ আক্বা হো না জাঁও মে কাহি বরবাদ,
মেরা ঈমান রাখ লেনা সালামত ইয়া রাসূলাল্লাহ্!

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩২৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভালবাসার পূর্ণতার নিদর্শণের মধ্যে একটি নিদর্শন এও যে, যাকে মুহাব্বত করা হয় তাঁর সাথে সম্পর্কীত সব কিছুকেই মুহাব্বত করা। আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর রাসূলের ভালবাসার কথা কি আর বলবো! সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ না শুধুই **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্তাকেই ভালবাসবেন বরং তাঁর সন্তান, বিবিগণ, সাহাবাগণ এমনকি ঐ সকল বস্তু যা **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে সম্পর্ক যুক্ত হয়ে যেতো তাকেও সশ্রদ্ধ ভালবাসা পোষণ করতেন এবং এটাই হচ্ছে সত্যিকার ভালবাসার চাহিদা। আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর পবিত্র জীবনে এরূপ অসংখ্য ঘটনা রয়েছে। যা এই সত্যিকারের ভালবাসা ও ইশকের প্রকাশ পায়, আসুন এগুলো থেকে একটি ঘটনা শ্রবণ করি:

আল্লাহ্ তাআলা ৩০ পারার সূরা বালাদ এর ১ম ও ২য় আয়াতে ইরশাদ করেন:

لَاۤ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِۙ(۱) وَ اَنْتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الْبَلَدِۙ(۲)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আমায় এ শহরের শপথ, যেহেতু হে মাহবুব! আপনি এ শহরে তাশরীফ রাখছেন। (পারা- ৩০, সূরা- বালাদ, আয়াত- ১,২)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মুফাস্সীরিনে কিরামগণ এই বিষয়ে একমত যে, এই আয়াতে **আল্লাহ্ তাআলা** যে শহরের কসমের কথা স্মরণ করছেন, তাহলো মক্কা মুকার্‌রমা। এই আয়াতের দিকে ইশারা করে আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকট এভাবে আবেদন করে: **"ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم**!** আমার মা-বাবা আপনার জন্য উৎসর্গীত হোক! আপনার ফযীলত **আল্লাহ্ তাআলা**র কাছে এতই বেশি যে, আপনার জীবদ্দশায়ই **আল্লাহ্ তাআলা** কসমের কথা উল্লেখ করলেন অন্য কোন নবীর নয়। আর আপনার স্থান ও মর্যাদা এতই সুউচ্চ যে, তিনি لَاۤ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِۙ দ্বারা আপনার মোবারক কদমের মাটির কসম করলেন।"

(শরহে যুরকানি আ'লাল মাওয়াহিব, আল ফসলুল হামিস, ৮ম খন্ড, ৪৯৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনা কৃত রিওয়ায়েত দ্বারা জানতে পারলাম যে, আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ মক্কা মুকার্‌রমাকে এজন্যই এতো পছন্দ করতেন যে, তাঁর ভালবাসার পাত্র **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এই শহরেই তাশরীফ এনেছিলেন। তিনি মদীনা মুনাওয়ারাকেও এইরূপ পছন্দ করতেন। তার মদীনা মুনাওয়ারার প্রতি ইশক ও ভালবাসা এই বিষয় দ্বারা প্রকাশ হয় যে, তিনি মদীনা মুনাওয়ারায় ওফাত হওয়ার জন্য দোয়া করতেন এবং আল্লাহ্‌র দরবারে এভাবে আবেদন করতেন:

اَللّٰھُمَّ ارْزُقْنِیْ شَھَادَۃً فِیْ سَبِیْلِكَ وَاجْعَلْ مَوْتِیْ فِیْ بَلَدِ رَسُوْلِكَ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

অর্থাৎ **ইয়া আল্লাহ্!** আমাকে তোমার রাস্তায় শাহাদাত দান করো এবং আমাকে **তোমার মাহবুব** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শহরে মৃত্যু দান করো। (বুখারী, কিতাবু ফাযায়িলে মদীনা, বাব কারাহিয়্যাতুন নবী, ১ম খন্ড, ৬২২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৮৯০) আর তাঁর এই দু'টি দোয়া মকবুল হয়েছে। **আল্লাহ্ তাআলার** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদেরও ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

শাহাদাত এ্যয় খোদা আত্তার কো দে দে মদীনে মে,
করম ফরমা ইলাহী! ওয়াসেতা ফারুকে আযম কা!

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৫২৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

ফারুকে আযম এবং সুন্নাতের অনুসরণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি কেউ কারো ভালবাসার দাবী করে তবে তার মতো হওয়ার, তার আচরন আয়িত্ব করার এবং তার অনুস্বরণের চেষ্টায় জীবন অতিবাহিত করে। আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর ইশকে রাসূলের গভীরতা এই বিষয় দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি সকল কাজেই **উভয় জাহানের আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর অনুসরণ করতেন। সুতরাং-

www.dawateislami.net

বড় হয়ে যাওয়া হাতা ছুরি দিয়ে কেটে নিলেন:

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বর্ণনা করেন যে, আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ নতুন জামা পরিধান করলে ছুরি আনলেন এবং বললেন: "হে বৎস! এর লম্বা হাতাগুলোর প্রান্ত ধরে টানো এবং যতটুকু পর্যন্ত আমার আঙ্গুল রয়েছে তার সামনের কাপড় কেটে দাও।" সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا বলেন: আমি তা কাটলাম, তখন তা একেবারে সোজা হলোনা বরং আকাবাঁকা হয়ে গেলো। আমি আবেদন করলাম: আব্বাজান! যদি এটি কাঁচি দিয়ে কাটতাম তবে উত্তম হতো? তিনি বললেন: "বৎস! এটি এভাবেই থাকতে দাও। কেননা, আমি **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে এভাবেই কাটতে দেখেছি। এজন্য আমিও হাতাগুলো ছুরি দিয়ে কাটলাম।" আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ জামার হাতা কাটার পর জামার অবস্থা এমন হয়েছিলো যে, এর থেকে কিছু সুতা বের হয়ে তাঁর কদমে চুমু দিচ্ছিলো।

(মুস্তাদরিক হাকিম, কিতাবুল লিবাস, ৫ম খন্ড, ২৭৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৭৪৯৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একটু ভেবে দেখুন! হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর পবিত্র সত্তায় হুযুর **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ইশক এবং তার সুন্নাতের উপর আমল করার উৎসাহ কিরূপ পরিপূর্ণ ছিলো। **প্রিয় আক্বা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর অনুসরণে তিনিও ছুরিই দিয়ে জামার হাতা কেটে নিয়ে ছিলেন কিন্তু তা সঠিক ভাবে কাটা হয়নি। তবুও তিনি এই অবস্থায়ও এ জামাটি পরিধান করতে কোনরূপ লজ্জা অনুভব করেননি। এটি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন রাসূলের সুন্নাতের অনুসরণ ছিলো। এভাবে অন্যান্য সাহাবীদেরও عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان সুন্নাতের ভালবাসা এবং এর উপর আমল করার অবস্থা এরূপ ছিলো যে, দুনিয়ার কোন মোহ আর সমাজের কোন মিথ্যা মনুষত্ববোধ তাদেঁর থেকে সুন্নাতের অনুসরণ থেকে বিরত রাখতে পারেনি। সুতরাং-

হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বর্ণনা করেন; হযরত সায়্যিদুনা মা'কিন বিন ইয়াসার رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ (যিনি ওখানের মুসলমানদের নেতা ছিলেন) একবার খাবার খাচ্ছিলেন, তাঁর হাত থেকে এক লোকমা খাবার পড়ে গেলো।

www.dawateislami.net

তিনি তা উঠিয়ে নিলেন এবং ধূঁয়ে তা খেয়ে নিলেন। এটা দেখে গ্রাম্য লোকেরা একজন আরেক জনের দিকে চোখের ইশারা করছিল। (যে কেমন আশ্চর্য বিষয়, পতিত গ্রাসও তিনি উঠিয়ে খেয়ে নিলেন) কেউ তাঁকে বললেন: **আল্লাহ্ তাআলা** আপনার মঙ্গল করুন! হে আমাদের সরদার! এই গ্রাম্য লোকেরা কটু দৃষ্টিতে ইশারা করছে যে, আমীর সাহেব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ পতিত গ্রাস উঠিয়ে খেয়ে নিলেন অথচ তাঁর সামনে খাবার বিদ্যমান রয়েছে।

তিনি বললেন: "এই অনারবদের কারণে আমি এই কাজটি ছেড়ে দিতে পারিনা, যা আমি **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم থেকে শুনেছি। আমরা একে অপরকে নির্দেশ দিতাম যে, পতিত গ্রাস উঠিয়ে পরিস্কার করে খেয়ে নিন। শয়তানের জন্য ছেড়ে দেবেন না।" **(ইবনে মাজাহ শরীফ, ৪র্থ খন্ড, ১৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩২৭৮)**

রূহে ঈমাঁ মগযে কুরআঁ জানে দিঁ,
হাসত হুব্বে রহমাতুলল্লি আলামীন।

পংক্তির ব্যাখ্যা: আমাদের প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা ঈমানের রূহ, কুরআনুল করীমের মগজ (সারমর্ম) এবং দ্বীনের প্রাণ।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! জলিলুল কদর সাহাবী এবং মুসলমানদের নেতা সায়্যিদুনা মা'কিল বিন ইয়াসার رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ সুন্নাতকে কিরূপ ভালবাসতেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ অনারবদের ইশারায় বিন্দু পরিমাণ তোয়াক্কা করলেন না এবং স্বাভাবিক ভাবে সুন্নাতের উপর আমল করতেই রাইলেন। আজকাল কিছু মুর্খ মুসলমান এমনও রয়েছে যে, "মর্ডাণ পরিবেশে" দাঁড়ী মোবারকের মতো মহান সুন্নাতকে ছেড়ে দিয়ে مَعَاذَ اللّٰہ (আল্লাহ্র পানাহ!) বিজ্ঞতা মনে করে। আসল বিজ্ঞতা তো এটাই যে, যতই খারাপ পরিবেশ হোক, বিদেশী সংস্কৃতির প্রভাব হোক, বেদ্বীনির চর্চা হোক মোটকথা যেরূপ সমাজই হোক না কেন, আপনি দাঁড়ী শরীফ, পাগড়ী শরীফ এবং সুন্নাতে ভরা সাদা পোশাক পরিধান করতে থাকুন। খাবার-দাবার এবং প্রাত্যহিক কাজগুলোতে সুন্নাতকে আকঁড়ে ধরুন। নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য ইনফিরাদী কৌশিশ করতে থাকুন।

www.dawateislami.net

اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ প্রদিপ থেকে প্রদিপ জ্বলতেই থাকবে। সত্যের জয় হবেই, শয়তান অপদস্থ হবেই, চারিদিকে সুন্নাতের আলোয় আলোকিত হবে। দুনিয়ার সম্পদের প্রেমিক **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর আশিক হবে اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ ঘরে ঘরে **নূরে হাবীব** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর আলোয় ভরে উঠবে।

শাহ্ এ্যয়ছা জযাবা পায়োঁ, কেহ্ মে খোব ছিখ জায়োঁ,
তেরী সুন্নাতেঁ ছিখানা মাদানী মদীনে ওয়ালে।
তেরী সুন্নাতোঁ পে চল কর, মেরী রূহ জব নিকাল কর,
চলে তুম গলে লাগানা মাদানী মদীনে ওয়ালে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৪২৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভালবাসার চাহিদা এই নয় যে, যাকে ভালবাসবো শুধু তার মধ্যেই নিজের ভালবাসাকে বন্ধি করে রাখবো বরং প্রেমিক তো প্রিয়তমের সাথে সম্পর্কিত সকল কিছুকেই পছন্দ করে। তার সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের সাথে ভালবাসা পোষণ করে। সুতরাং-

হাসান, হোসাইনদের নিজের সন্তানের উপর প্রাধান্য দিতেন

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর খিলাফত কালে যখন **আল্লাহ্ তাআলা** সাহাবায়ে কিরামদের عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان হাতে মাদায়িনের বিজয় দান করলেন এবং গনিমতে সম্পদ মদীনা মুনাওয়ারায় আসলে আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ মসজিদে নববীতে চাটাই বিছালেন এবং সকল গনিমতের সম্পদ এখানে জড়ো করলেন। সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان মাল নেওয়ার জন্য উপস্থিত হলেন। সর্বপ্রথম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ দাঁড়িয়ে বললেন: হে আমীরুল মু'মিনীন! **আল্লাহ্ তাআলা** মুসলমানদের জন্য যে সম্পদ দান করেছেন, তার মধ্যে থেকে আমার অংশ আমাকে দিন। তিনি বললেন: আপনার জন্য সর্বোচ্চ মঞ্জুরী এবং সম্মান রয়েছে।

www.dawateislami.net

সাথে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এক হাজার (১০০০) দিরহাম উনাকে দিয়ে দিলেন। ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ নিজের অংশ নিয়ে চলে গেলেন। এরপর হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ দাঁড়িয়ে তাঁর অংশ চাইলেন। সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন: আপনার জন্য সর্বোচ্চ মঞ্জুরী এবং সম্মান রয়েছে। সাথে ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কেও এক হাজার (১০০০) দিরহাম দিয়ে দিলেন। এরপর তাঁর সন্তান হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا দাড়ালেন এবং তাঁর অংশ চাইলেন। ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন: আপনার জন্যও উচ্চ মঞ্জুরী এবং সম্মান রয়েছে এবং সাথে তাঁকে পাঁচশ (৫০০) দিরহাম দিলেন। তিনি আবেদন করলেন: হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি তখনো **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে তরবারি নিয়ে জিহাদে অংশ নিয়েছি যখন সায়্যিদুনা হাসান ও হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا অল্প বয়সী মাদানী মুন্না ছিলো। তার পরও আপনি তাদের এক এক হাজার দিরহাম করে দিয়েছেন, আর আমাকে দিয়েছেন পাঁচশো? ওমর ফারুক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর কথা শুনতেই আহলে বায়তের ভালবাসার সমূদ্রে ঢেউ বইতে লাগলো এবং প্রেম ও ভালবাসায় বিভোর হয়ে বললেন: জ্বি, হ্যাঁ! অবশ্যই! (যদি তুমি চাওযে তোমাকে তাদের মতো সমান অংশ দিই) তবে যাও প্রথমে তুমি হাসনাঈনে করীমাঈনের رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا পিতার মতো পিতা নিয়ে আসো, তাঁদের মায়ের মতো মা নিয়ে আসো, তাঁদের নানার মতো নানা নিয়ে আসো, তাঁদের নানীর মতো নানী নিয়ে আসো, তাঁদের চাচার মতো চাচা নিয়ে আসো, তাঁদের মামার মতো মামা নিয়ে আসো এবং তুমি তা কখনো আসতে পারবে না। কেননা, তাঁদের পিতা আলীউল মুরতাজা শেরে খোদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ, তাঁদের মাতা সায়্যিদা ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا তাঁদের নানা **মুহাম্মদ মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم, তাঁদের নানী সায়্যিদা খাদিজাতুল কুবরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا, তাঁদের চাচা হযরত জাফর বিন আবি তালিব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ, তাঁদের মামা হযরত ইব্রাহিম বিন মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم,رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এবং তাঁদের খালারা হলেন **রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কন্যারা সায়্যিদা রুকাইয়া এবং সায়্যিদা উম্মে কুলছুম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُنَّ। (রিয়াজুল নাদ্বারা, ১ম খন্ড, ৩৪০ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

আমীরে আহলে সুন্নাত ফারুকে আযমের চরিত্রের প্রতিচ্ছবিঃ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অবশ্যই আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর আহলে বাইতদের সাথে প্রেম ভালবাসার চিত্র একেবারেই অসাধারণ যে, নিজ পুত্রের চেয়েও আহলে বাইতের শাহ্জাদদের দ্বিগুণ দিলেন। এই ঘটনা থেকে আমাদের জন্যও মাদানী ফুল রয়েছে যে, আমরাও যেন সৌভাগ্যশালী সৈয়্যদ বংশীয় লোকদের সাথে শ্রদ্ধা ও ভালবাসা পোষণ করি এবং তাঁদের আদব ও সম্মান করি। কেননা, মনে রাখবেন! সাহাবী ও আহলে বাইতরা عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان ছাড়াও সৌভাগ্যশালী সৈয়্যদ বংশীয়রাও **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে সম্পর্ক যুক্ত সম্মানের যোগ্য। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর আহলে বাইতদের عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان ভালবাসার চিহ্ন তাঁর আশিকদের অন্তরেও ধারাবাহিক ভাবে চলে আসছে। এই কারণেই আশিকে ফারুকে আযম, শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ ও সৌভাগ্যশালী সৈয় বংশীয়দের ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসা পোষণে অগ্রগামী। সাক্ষাতের সময় আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ কে যদি বলে দেয়া হয় যে, ইনি সৈয়্যদ বংশীয় তবে প্রায়ই দেখা যায় যে, তিনি دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ অত্যন্ত নম্রবার সাহিত সৈয়্যদজাদার হাতে চুমু দিয়ে দেন। তাকে নিজের পাশে বসান, সৌভাগ্যশালী সৈয়্যদ বংশীয়দের শাহ্জাদাদের সাথে অথিশয় ভালবাসা ও মায়া মমতা প্রদান করেন। যদি কখনো কিছু পরিবেশন করার ব্যবস্থা/ সুযোগ হয়, তবে তিনি সৈয়্যদ বংশীদের দিগুণ পেশ করেন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদিওবা সৌভাগ্যশালী সৈয়্যদ বংশীয়দের নম্রতার সাথে খুব ভালবাসা পোষণকারীর সংখ্যা কম নয়। কিন্তু আফসোস! শত কোটি আফসোস! এমন অনেক লোকই আছে যারা সৈয়্যদ বংশীয়দের গুরুত্ব ও ফযীলত সম্পর্কে অনভিজ্ঞ অথবা তাঁদের খিদমত করাতে অলসতা বোধের স্বীকার । নিজ সন্তানদের তো দুনিয়ার সকল সুবিধা দেবার জন্য তৈরী, কিন্তু আওলাদে **ছরকারে কায়েনাত** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم অর্থাৎ সৈয়্যদ বংশীয়দের খিদমতে এক কানা কড়িও পকেট থেকে বের করতে কষ্ট হয়। **আল্লাহ্র প্রিয় হাবীব, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

www.dawateislami.net

“যে আমার আহলে বাইতদের মধ্য থেকে কারো সাথে ভাল ব্যবহার করলো, কিয়ামতের দিন আমি তার প্রতিদান তাকে দান করবো।” (আল জামেউস সগীর লিস সুয়ূতি, ৫৩৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৮৮২১) তাই আমাদেরও নিজ দুনিয়া ও আখিরাত সাজানোর জন্য সৌভাগ্যশালী সৈয়্যদ বংশীয়দের সাথে উত্তম ব্যবহার করা উচিৎ এবং তাদের খিদমত করতে থাকা উচিৎ। যেন আমরাও **আল্লাহ্ তাআলা** ও তাঁর **প্রিয় হাবীব, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারি।

হামকো সারে সায়্যিদোঁ ছে পিয়ার হে,
اِنۡ شَآءَ اللّٰہ দো জাহাঁ মেঁ আপনা বেড়া পার হে।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আপনি সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর মতো অন্যান্য সাহাবীয়ে কিরামগনের عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان **ইশকে রাসূল** সম্পর্কিত সুন্দর সুন্দর ঘটনা পড়তে চান তবে **দা’ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২৭৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত ইশকে রাসূলের সূধা পান করানো অত্যন্ত সুন্দর কিতাব “সাহাবায়ে কিরাম কা **ইশকে রাসূল**” অবশ্যই পাঠ করুন। এই কিতাবটি **দা’ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট **www.dawateislami.net** থেকে **Read** করতে পারবেন, **Download** ও করতে পারবেন এবং **Print Out** ও করতে পারবেন।

এভাবে **ইশকে রাসূল** ও ইশকে সাহাবা ও আহলে বাইত অন্তরে আরো বাড়ানোর জন্য **দা’ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকুন। اِنۡ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ উত্তম আমল করার সৌভাগ্য অর্জিত হবে। গুনাহের প্রতি ঘৃণা করার মানসিকতা সৃষ্টি হবে এবং আমাদের আখিরাতও সুসজ্জিত হবে।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

বয়ানের সারমর্মঃ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ আজকের বয়ানে আমরা সায়িদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর **ইশকে রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সম্পর্কে সুন্দর ঘটনা ও গুরুত্বপূর্ণ মাদানী ফুল অর্জনের সৌভাগ্য অর্জন করলাম।

* **আল্লাহ্ তাআলার** প্রদান কৃত পরিপূর্ণ প্রেমের কারণে সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ দুনিয়াতে ক্ষমতা ও মাহাত্ম্য এবং আখিরাতে সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হলেন।

* সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ইশকে রাসূলের উচ্চ ও উন্নত উদাহরণ প্রতিষ্ঠা করে কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি ভালবাসা পোষণ করার রীতি নীতি শিখিয়ে দিলেন।

* আজকের ফিতনা ফ্যাসাদের যুগে এই বিষয়টি অত্যন্ত প্রয়োজন যে, আমরা এমন একটি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাই, যেখানে মুস্তফার আশিকদের আলোচনা হয়, তাদের ইশকে রাসূলের কাহিনী শুনানো হয়। যার বরকতে আমাদের অন্তরেও ইশকে মুস্তফার প্রদীপ প্রজ্জলিত হবে এবং আমল করার উৎসাহ সৃষ্টি হবে।

* اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ এমন সুন্দর মাদানী পরিবেশ দান করছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**। তাই আমাদের উচিৎ এই মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে যাওয়া। সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ এবং সাপ্তাহিক সম্মিলিত ভাবে মাদানী মুযাকারা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অংশগ্রহণ, মাদানী কাফেলায় সফর এবং মাদানী ইনআমাতের উপর আমলের চেষ্টা অব্যাহত রাখা। আমাদের জীবনে মাদানী পরিবর্তন স্থায়ী রূপ ধারণ করবে। আমরাও সুন্নাতের অনুসারী এবং নেক মুসলমান হয়ে যাবে اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ।

* **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদের সত্যিকার আশিকে রাসূল বানিয়ে দিক এছাড়া ইশকে রাসূলের পূর্ণ চাহিদা পূরণ করে সুন্নাতের প্রসারের তৌফিক দান করুক।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

খুচ্ছি ইসলামী ভাইদের মজলিশ (অন্ধ, বোবা, বধির)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে নেকীর দাওয়াত প্রসার এবং সুন্নাতের খিদমতের পবিত্র আবেগের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন বিভাগ প্রতিষ্ঠা করে হয়েছে। এরই মধ্যে একটি বিভাগ "খুচ্ছি ইসলামী ভাইদের মজলিশ" **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে বোবা, বধির এবং অন্ধ ইসলামী ভাইদের খুচ্ছি ইসলামী ভাই বলা হয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ এই বিভাগটি খুচ্ছি ইসলামী ভাইদের মাঝে নেকীর দাওয়াত প্রসার করা এবং তাদের সমাজে উন্নত চরিত্রের ব্যক্তি বানানোর কাজ সদা ব্যস্ত রয়েছে এর সাথে সাথে মজলিশ খুচ্ছি ইসলামী ভাইদের ফরয ইলম সম্পন্ন কিতাব প্রকাশ করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বরং বোবা, বধির এবং অন্ধ ইসলামী ভাইদের ইলমে দ্বীন শিখানোর পাশাপাশি সমসাময়িক শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য অনেক কিছু করার ইচ্ছা রাখে। এছাড়াও অন্ধ ইসলামী ভাইদের জন্য শীঘ্রই মাদরাসাতুল মদীনা চালু করার ব্যবস্থা করা হবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ ।

আল্লাহ্ করম এ্যয়ছা করে তুঝ পে জাঁহা মে,
এ্যয় দা'ওয়াতে ইসলামী তেরী ধুম মাচি হো!

১২ মাদানী কাজে অংশ নিন!

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ মাদানী কাফেলায় সফরের বরকতে অগণিত ইসলামী ভাই নিজের পূর্ববর্তী জীবনের উপর লজ্জিত হয়ে গুনাহ থেকে তাওবা করে সুন্নাতে ভরা জীবন অতিবাহিত করছে এবং যেলি হালকার ১২ মাদানী কাজে ওতপ্রোত ভাবে অংশগ্রহণ করছে। যেলী হালকার ১২ মাদানী কাজগুলোর মধ্যে সাপ্তাহিক একটি মাদানী কাজ সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় প্রথম তেকে শেষ পর্যন্ত অংশগ্রহণ করাও রয়েছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র উদ্দোগে অনুষ্ঠিত সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা তিলাওয়াতে কুরআন, নাতে **রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, সুন্নাতে ভরা বয়ান, কান্না মুখরিত দোয়া, যিকির ও দরূদের মাদানী ফুল এবং ইলমে দ্বীনের পুস্পাঞ্জলী দ্বারা সাজানো হয়।

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ! এই সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা ইলমে দ্বীন অর্জনের এক অন্যতম মাধ্যম। তাই সঠিক সময়ে অংশগ্রহণ করে বেশি বেশি সুন্নাতের বসন্ত লুটে নিন এবং সুন্নাতের প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় সফর করে নিজের আখিরাতের জন্য সাওয়াবের ভান্ডার বানিয়ে নিন। আসুন! উৎসাহ প্রদানার্থে একটি মাদানী বাহার শুনি:

মাদানী পরিবেশের মধ্যে প্রশিক্ষণ

জিলা মুজ্জাফরাবাদ (কাশ্মীর) এর স্থানীয় ইসলামী ভাইয়ের **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুভাসিত মাদানী পরিবেশের বরকতের আলোচনা কিছুটা এভাবে করেন: আমি কুরআনে পাক হিফজ করছিলাম। কিন্তু আফসোস! আমার আমলের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ ছিলো। নেকী থেকে অনেক দূরে ভবঘুরে ছেলেদের মতো জীবন অতিবাহিত করছি। না সুন্নাতের উপর আমল করার আগ্রহ ছিলো, না ছিলো আল্লাহ্‌র ইবাদত প্রালন করার স্বাস। আমার উজার হওয়া বাগানে আমলের মাদানী বাহার কিছুটা এভাবে আসলো। আমার এক আত্মীয়ের দোকান ছিলো যাতে আমার আশা যাওয়া প্রায় হতো। একদিন সে আমাকে বললো: আপনি কুরআন শরীফ হিফজ করছেন, কিন্তু আপনার আচার ব্যবহার অন্যান্য সাধারণ লোকদের মতো। আপনি আপনার মাথায় পাগড়ী অনেক দূরে টুপি পর্যন্ত পরিধান করেন না। এতে আপনার মধ্যে এবং স্কুল কলেজের সাধারণ ছেলেদের মধ্যে পার্থক্যটা কি হলো? আবার বললেন: আমার ভাগিনাও সরদারাবাদে (ফসালাবাদ) **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদ্‌রাসাতুল মদীনায় কুরআনুল করীম হিফজ করার সৌভাগ্য অর্জন করছে। কিন্তু তার চরিত্র ও আচার আচরণ, কথা বলার ধরণ এমনকি অপরের সাথে সাক্ষাতের ধরণ ঈর্ষা করার মতো। যখন রমযানুল মোবারকের ছুটিতে বাড়ি আসলো তখন খুশি হলো। তার অভ্যাস ছিলো যে, সুন্নাত অনুযায়ী খাবার খেতো, ঘরে প্রবেশের সময় উচ্চ আওয়াজে সবাইকে সালাম করতো, মাতা-পিতার হাতে চুমু দিতো, দৃষ্টি নিচের দিকে রেখে কথা বলতো, খাবারের সময় সুন্নাত সমূহ বর্ণনা করতো এবং সবাই সুন্নাতের উপর আমল করার উৎসাহ দিতো।

www.dawateislami.net

মাদ্‌রাসাতুর মদীনার এই ছাত্রের মাদানী বাহার শুনে আমি আমার অসৎ চরিত্রের জন্য লজ্জিত হলাম। সুতারাং আমি সাথে সাথে মাদ্‌রাসাতুল মদীনায় ভর্তি হবার নিয়্যত করে নিলাম এবং সেই বৎসর সরদারাবাদ (ফয়সালাবাদ) গিয়ে উপস্থিত হলাম আর মাদ্‌রাসাতুল মদীনা (ফয়যানে মদীনা) মদীনা টাউনে ভর্তি হয়ে মাদানী পরিবেশের ফয়য অর্জনে ব্যস্ত হয়ে গেলাম। কিছু দিনের মধ্যে আশ্চর্য জনক ভাবে আমার ভিতর উল্লেখযোগ্য ভাবে পরিবর্তন হতে লাগলো। ধীরে ধীরে আমিও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী রঙ্গে রঙ্গিন হতে লাগলাম। ইমামা শরীফের তাজ সর্বদা আমার মাথায় শোভা পেতে লাগলো। নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের অনুসারী হয়ে গেলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ **১৯৯৮** সালে মাদ্‌রাসাতুল মদীনা থেকে কুরআনুল করীম পরিপূর্ণ হিফজ করার সৌভাগ্য অর্জন করলাম এবং এর পর জামেয়াতুল মদীনায় ভর্তি হয়ে আলিম কোর্স (দরসে নিজামী) করতে ব্যস্ত হয়ে গেলাম। জামেয়াতুল মদীনার সুন্নাতে ভরা মাদানী পরিবেশের কারণে আমার চরিত্র আরো সুন্দর হয়ে গেলো। একদিকে ইলমে দ্বীন অর্জন করতে থাকলাম অপর দিকে নিজের ইলমের উপর আমল করার মাদানী কাফেলায় সফর করার মাধ্যমে তা অন্যদের পৌঁছানো এবং মাদানী কাজের মাধ্যমে উম্মতের সংশোধনের সুবর্ণ সুযোগও অর্জিত হলো। তা ছাড়া শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে কাদেরী আত্তারী হওয়ারও মর্যাদা লাভ করলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ আমীরে আহলে সুন্নাতের ফয়যে দরসে নিজামী (আলিম কোর্স) সম্পন্ন করলাম এবং এই বয়ান লিখা পর্যন্ত প্রায় ৪ বৎসর পর্যন্ত জামেয়াতুল মদীনায় শিক্ষকতার মহান দায়িত্ব পালন করে আসছি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ানের শেষে সুন্নাতের ফযীলত এবং কিছু সুন্নাত ও আদব বর্ণনার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে (ব্যক্তি) আমার সুন্নাতকে ভালবাসল সে (মূলত) আমাকে ভালবাসল আর যে আমাকে ভালবাসল, সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।" (মিশকাতুল মাসাবিহ, ১ম খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৭৫)

www.dawateislami.net

সিনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা,
জান্নাত মে পড়োছি মুঝে তুম আপনা বানানা।

সালামের ১১টি মাদানী ফুল

❀ কোন মুসলমানের সাথে সাক্ষাতের সময় সালাম করা সুন্নাত। ❀ মাকতাবাতুল মাদীনা থেকে প্রকাশিত বাহারে শরীয়তের ১৬ তম খন্ডের ১০২ পৃষ্ঠায় লিখিত অংশের সারমর্ম হচ্ছে : “সালাম করার সময় অন্তরে যেন এ নিয়্যত থাকে যে, আমি যাকে সালাম করছি তার সম্পদ ও মান সম্মান সবকিছু আমার হিফাযতে এবং আমি এসব কিছুর কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করাকে হারাম মনে করছি, ❀ দিনে যতবার সাক্ষাত হয়, এক রুম থেকে অন্য রুমে বারবার আসা যাওয়াতে সেখানে উপস্থিত মুসলমানদেরকে সালাম করা সাওয়াবের কাজ, ❀ আগে সালাম করা সুন্নাত, ❀ প্রথমে সালামকারী **আল্লাহ্ তাআলা**র নিকটবর্তী ও প্রিয়, ❀ প্রথমে সালাম দানকারী ব্যক্তি অহংকার থেকে মুক্ত। যেমন আমাদের **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, সর্বপ্রথম সালামকারী অহংকারমুক্ত। (শুয়াবুল ঈমান, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪৩৩ পৃষ্ঠা) ❀ প্রথমে সালাম প্রদানকারীর উপর ৯০টি রহমত এবং উত্তর প্রদানকারীর উপর ১০টি রহমত অবতীর্ণ হয়। (কিমিয়ায়ে সাআদাত) ❀ اَلسَّلَامُ عَلَیْکُمْ বললে দশটি নেকী অর্জন হয় সাথে وَرَحْمَةُ الله বৃদ্ধি করলে ২০টি নেকী অর্জন হয় এবং وَبَرَکَاتُهٗ বৃদ্ধি করলে ৩০টি নেকী অর্জন হয়। অনেকেই সালামের সাথে জান্নাতুল মকাম এবং দোযখ হারাম ইত্যাদি শব্দ বৃদ্ধি করে এটা ভুল পদ্ধতি বরং অনেকেই ইচ্ছাকৃতভাবে (আল্লাহর পানাহ! এটা পর্যন্ত বলে আপনার সন্তান আমার গোলাম।) ইমামে আহলে সুন্নাত, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْه ফতোওয়ায়ে রযবীয়্যাহ ২২তম খন্ড, ৪০৯ পৃষ্ঠায় লিখেন: কমপক্ষে اَلسَّلَامُ عَلَیْکُمْ আর এর চাইতে উত্তম وَرَحْمَةُ الله মিলানো, সর্বোত্তম হচ্ছে وَبَرَکَاتُهٗ শামিল করা এর অতিরিক্ত করা উচিত নয়। সালামকারী যত শব্দ বলেছে উত্তরে ততটুকু অবশ্যই বলুন উত্তম হচ্ছে কিছুটা বৃদ্ধি করা।

www.dawateislami.net

সালাম প্রদান কারী اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বললে উত্তরে সে وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ الله বলবে আর যদি সে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ বলে তবে উত্তরে وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهٗ বলবে। আর যদি وَبَرَكَاتُهٗ পর্যন্ত বলে তবে উত্তর প্রদানকারী ততটুকুই বলবে এর অতিরিক্ত বলবে না। **আল্লাহ্** অধিক জানেন। ❁ এভাবে উত্তরে وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ বলে ৩০টি নেকী অর্জন করতে পারবেন, ❁ সালামের উত্তর সাথে সাথে এতটুকু আওয়াজে উত্তর দেওয়া ওয়াজিব যেন সালাম প্রদানকারী শুনতে পায়) ❁ সালাম ও সালামের উত্তরের সঠিক উচ্চারণ মুখস্ত করে নিন। اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ এবার উত্তর পুনরাবৃত্তি করবেন وَعَلَيْكُمُ السَّلَام।

অসংখ্য সুন্নাত শিখার জন্য **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব (১) ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** ১৬তম খন্ড (২) ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'সুন্নাত ও আদব'** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র **মাদানী কাফেলা** সমূহতে আশেকানে রাসুলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা। (১০১ মাদানী ফুল, ১৭ পৃষ্ঠা)

আশিকানে রাসূল, আ-য়ে সুন্নাত কে ফুল
দেনে দেনে চলে, কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬ টি দরূদ শরীফ ও দু'টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ِ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন যে ব্যাক্তি প্রত্যেক জুমারাতে (বৃহস্পতিবার বিবগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় সরকারে মদীনা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময়ও এটা পর্যন্ত দেখবে যে সরকারে মদীনা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপুর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত,আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন,পৃ: ১৫১ থেকে সংক্ষেপিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **তাজদারে মদীনা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

"যে ব্যাক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।"

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের সত্তরটি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যাক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের সত্তরটি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী ,দ্বিতীয় অধ্যায়,পৃ:২৭৭)

www.dawateislami.net

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَافِیْ عِلْمِ اللّٰہِ
صَلَاۃً دَآئِمَۃً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰہِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দুরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু্ ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম এর নৈকট্য:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ کَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰی لَہٗ

একদিন এক ব্যাক্তি আসলো **হুযুর আনওয়ার** رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মাণিত লোকটি কে! যখন তিনি চলেন তখন **ছরকার** رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ তখন এভাবে পড়ে। (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ علٰی مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যাক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে,তার জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২,৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) একহাজার দিনের নেকী:

www.dawateislami.net

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, **ছরকারে মদীনা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “এ দোয়া পাঠ কারীর সত্তর ফিরিশতা একহাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।”

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ,কিতাবুল আদইয়াহ,বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস নং- ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেল:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْم

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ্** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ্** তায়ালা পবিত্র,যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তফা ﷺ: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেল। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

www.dawateislami.net